মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd May, 2021

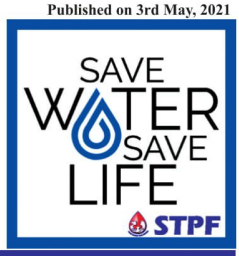

May, 2021 Volume-VII, Issue-III | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

শুভ নববর্ষ

বিদায় ১৪২৭
স্বাগত ১৪২৮

নববর্ষে পাঠক-পাঠিকা, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা সহ সকলকে আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সম্পাদক

এক পলকে দেশ

সম্মান থালাইভার

নয়াদিল্লি-সিনেমায় অবদানের জন্য দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেলেন সুপারস্টার রজনীকান্ত। এই খবর জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর।

কোর্টের তোপ

চেন্নাই-দেশের দ্বিতীয় দফার করোনা সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। কমিশনের অফিসারদের বিরুদ্ধে মানুষের খুনের মামলা করা উচিত বলে মন্তব্য করলেন মাদ্রাজ হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

টিকা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকে সারা দেশে ১১ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত টিকা উৎসব পালন করা হল।

বাতিল পরীক্ষা

নয়াদিল্লি-করোনার কারণে বাতিল হল সি বি এস ই-র দশম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষা। স্থগিত রাখা হয়েছে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা এবং জেইই (মেন)

১৮ তে টিকা

নয়াদিল্লি-পয়লা মে থেকে আঠারো এবং তার বেশি বয়সের ব্যক্তিরা সকলেই প্রতিষেধক নিতে পারবেন বলে ঘোষণা করল কেন্দ্র। এছাড়া রাজ্যগুলো এবার প্রতিষেধক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে সরাসরি প্রতিষেধক কিনতে পারবে।

জাতীয় সঙ্কট

নয়াদিল্লি-দেশের বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিকে 'জাতীয় সঙ্কট' বলে আখ্যা দিল সুপ্রিম কোর্ট। এর মোকাবিলায় কেন্দ্র কি কি পরিকল্পনা নিয়েছে তা জানতে চেয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।

শশীকলার প্রয়াণ

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রয়াত অভিনেত্রী শশীকলা চলে গেলেন ৪ এপ্রিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। ২০০৭ সালে তিনি পদ্মশ্রী পান।

শঙ্খ ঘোষের প্রয়াণ

(১৯৩২-২০২১)

কবি শঙ্খ ঘোষের হাত দিয়ে শিশুর হাতে খড়ি

নিজস্বপ্রতিনিধি- 'অন্ত নিয়ে এতটা ভেবো না। মৃত্যুপথে যেতে দাও মানুষের মতো মর্যাদায়---শুধু তোমরা সকলে ভাল থেকো'। লকডাউনের দ্বিতীয় প্রবাহে শহরের ব্যস্ততা কম। কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৯০ বছরের প্রবীণ কবি, প্রাবন্ধিক, শিক্ষক শঙ্খ ঘোষ। ২১ এপ্রিল সকালে চলে গেলেন তিনি। ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ আগেই নিয়েছিলেন। ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী বাড়িতেই চিকিৎসা চলছিল। চিকিৎসায় সাড়াও দিচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করা গেল না। কবির স্ত্রী, দুই কন্যা, তাঁদের পরিবারবর্গ, দুই ভাই এবং তাঁদের পরিজনেরা সকলেই ছিলেন তাঁর উল্টোডাঙ্গার বাড়িতে। বিকেলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় নিমতলা মহাশ্মশানে শঙ্খ ঘোষের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। কবির অপছন্দ গান স্যালুট। তাই সেটা হয় নি। তাঁর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, বিজেপির জাতীয় সভাপতি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ আরও অনেক বিশিষ্টজনেরা।

শঙ্খ ঘোষ ছিলেন কবি-লেখকদের কাছে অভিভাবকদের মত। দেশের বিভিন্ন অবস্থায় সঙ্কট দেখা দিলেই উদ্ধত হয়ে উঠত তাঁর কলম। ১৯৪৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত টানা ৭২ বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতা ও গদ্যরচনা। রবীন্দ্রচর্চায় তিনি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। অনুবাদের কাজেও তিনি ছিলেন অনন্য। সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র পুরস্কার, কবীর সম্মান, সরস্বতী পুরস্কার ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। অতিমারীর বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও শঙ্খ ঘোষের প্রয়াণের দিনেও অনেকেই তাদের অভিভাবককে হারানোর যন্ত্রণায় ভুগেছেন। তিনি ছিলেন অনেক হৃদয়ের মূর্তি, সত্তা, চেতনা। শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, 'এত বেশি কথা বলো কেন? চুপ করো শব্দহীন হও।' সংক্রমণের নতুন জোয়ারের মতো তাঁর প্রস্থানটাও ছিল নিঃশব্দ।

সংক্রমণের বাড়াবাড়ির জন্য দায়ী আমরাই

সঞ্জীব আচার্য্য

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের পূর্বাভাস ছিলই, মানুষই সতর্ক ছিল না

গত বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের কথা মনে পড়ছে। একদিনে যখন করোনা আক্রান্ত রোগী ৯৭ হাজার গিয়ে ঠেকেছিল, তখনই সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল বিজ্ঞানীদের মনে। আইআইটি খড়্গপুর ও আইআইটি কানপুরের বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, করোনা শেষ হতে সময় লাগবে। মহামারী আরও বিশাল আকারে আছড়ে পড়তে পারে দেশে। এই সতর্কবার্তা কতটা গুরুত্ব দিয়ে শুনেছিল দেশবাসী তা জানা নেই। কারণ নতুন বছর পড়তেই যেভাবে বাঁধভাঙা উল্লাসের মতো মেলামেশা শুরু হয়ে গিয়েছিল তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখেছিলেন দেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। সম্ভাবনা ছিলই। তা সত্যিই হল। বছর ঘোরার চার মাসও গেল না, অতিমহামারী কয়েকগুণ শক্তি বাড়িয়ে ফিরে এল। তছনছ করে দিল সবকিছু।

দেশে দৈনিক সংক্রমণ ২ লাখ ছাড়িয়েছে। সংক্রমণে মৃত্যুও হাজারের বেশি। দিল্লি, মহারাষ্ট্র, কেরল, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তীসগড়ের অবস্থা ভয়াবহ। কিন্তু করোনা বিধি মেনে চলা হচ্ছে না। জমায়েত, মেলামেশায় লাগাম নেই। তা সে যাইহোক, সংক্রমণ কেন এত বিশাল আকার নিল সেটাই বলি।

শুরুতে ভুল অনুমান করা হয়েছিল

করোনা শীতের সময় ফের একটা বড় ধাক্কা দেবে, কিন্তু বছর ঘুরলে সংক্রমণ কমতে শুরু করবে। এমন সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল যে ফেব্রুয়ারির পর থেকে দেশে সংক্রমণের হার কমতে শুরু করবে। এরপর ২-এর পাতায়

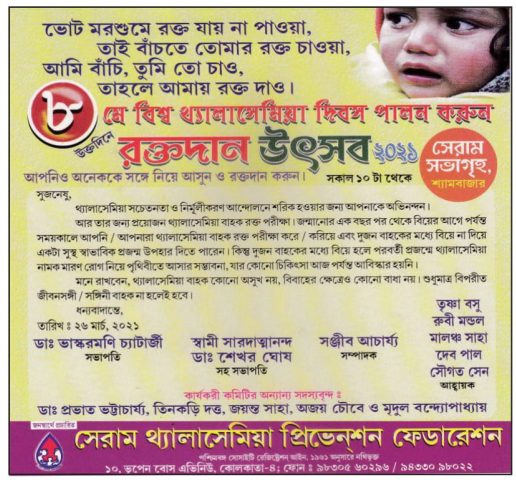

এক পলকে রাজ্য

ভোটের বলি

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যে চতুর্থ দফার ভোটে কোচবিহারের শীতলকুচিতে দুটি পৃথক জায়গায় গুলিতে মৃত্যু হল পাঁচজনের। এর মধ্যে দুষ্কৃতিদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে প্রথমবারের ভোটার আনন্দ বর্মন (১৮)। বাকি চারজনের মৃত্যু হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে।

সিবিআইয়ের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি-গরু পাচার কান্ডের তদন্তের সূত্রে তৃণমূলের বীরভূম জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে নোটিশ পাঠালো সিবিআই।

শীর্ষে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি-এপ্রিল মাসের শেষ দশ দিনে সংক্রমণের বৃদ্ধির হারে 'প্রথম স্থানে' পশ্চিমবঙ্গ। ভোট এবং গণনা শেষ হওয়ার পরে এই বৃদ্ধির হার আরও বাড়বে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। লকডাউনের আশঙ্কাও রয়েছে।

গরমের ছুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুলের সঙ্গে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সরকার ঘোষিত সব স্কুলে ২০ এপ্রিল থেকে গরমের ছুটি পড়ে গেল। জুন মাস পর্যন্ত এই ছুটি চলবে। এই ছুটিতে অনলাইন ক্লাসও বন্ধ থাকছে।

নেই সিলিন্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি-অক্সিজেন আছে কিন্তু রাজ্যে ফাঁকা সিলিন্ডারের অভাবের কারণে ঘোর দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন স্বাস্থ্য কর্তারা।

কড়া স্বাস্থ্যদপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের কড়া নির্দেশ, হাসপাতালগুলোতে কোভিড চিকিৎসার দেখভাল ব্যক্তিগতভাবে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও জেলা স্বাস্থ্য সুপারদেরই নিতে হবে।

চলে গেলেন দীপা

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রয়াত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রয়াণের ১৪০ দিন পর বার্ধক্যজনিত রোগে মৃত্যু হল অভিনেতার স্ত্রী দীপা চট্টোপাধ্যায়ের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩। ব্যাডমিন্টনে তিনি ছিলেন স্টেট চ্যাম্পিয়ন।

এখানে - ওখানে

চিন্ময়ী অন্নপূর্ণারা হাজির গণদেবতাদের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি-কোভিডের দ্বিতীয় হানার মধ্যেও ক্লান্তিহীন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এবারেও ১৯ এপ্রিল সংগঠনের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন জায়গাতে ‘অন্নপূর্ণার মন্দিরে গণদেবতার পুজো’ শীর্ষক অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে পালন করা হয়েছে। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন সম্পাদক।

‘অন্নপূর্ণার মন্দিরে গণদেবতার পুজো’ শীর্ষক অনুষ্ঠানটি এদিন প্রথম উপস্থাপন করা হল উল্টোডাঙ্গায় উত্তরাপন শপিং কমপ্লেক্সের সামনে।

গণদেবতাদের জন্য খাবারের প্যাকেট নিয়ে আমাদের অন্নপূর্ণারা নিজস্ব চিত্র

এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হল শহরের বিভিন্ন জায়গায় অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল প্রান্তিক মানুষের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া। সাম্প্রতিক অতিমারী পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এই অনুষ্ঠানকে আমরা সংকুচিত করতে বাধ্য হয়েছি। ফলস্বরূপ শহরের মাত্র ছ'টি জায়গায় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন ফেডারেশনের তথাকথিত অন্নপূর্ণারা প্রান্তিক মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট। অন্নপূর্ণা পুজোর সময়কেই আমরা এই অনুষ্ঠানের সঠিক সময় হিসেবে বেছে নিয়েছি। প্রত্যেক অনুষ্ঠান স্থলে কোভিড বিধি মেনেই এখানে প্রান্তিক মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট। সংগঠনের পক্ষে বিশ্বরঞ্জন চৌধুরী এবং প্রদীপ কুমার দা এই অনুষ্ঠানের মূল দায়িত্বে ছিলেন। এই অঞ্চলে প্রায় ২০ জন মানুষের হাতে চাল, ডাল, ঘি, আটা, ময়দা, নুন সমেত খাবারের প্যাকেট তুলে দেন সংগঠনের অন্নপূর্ণারা। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি ছিল শ্যামবাজারে। ‘সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরাই এখানকার দায়িত্ব পালন করেন। সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত ভাষনের পর উপস্থিত প্রান্তিক মানুষের হাতে খাবারের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। তৃতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানটি হয় রামকান্ত বোস লেনে বালক সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে। এখানে সঙ্ঘের তরফে সম্পাদক চিরঞ্জিত চৌধুরী সহ ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। চতুর্থ দফায় বিধানসরনীতে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির সামনে লিও ক্লাব অফ কলকাতা ম্যাগনেটের উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সাথে শেষ হয়। এখানে লিও ক্লাবের সহ সভাপতি অলীক চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ উস্মিত দাস এবং জনসংযোগ আধিকারিক অদিতি বোস সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চম অনুষ্ঠানটি হয় নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে। নিমতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এই অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিল। এখানে কমিটির অন্যতম সদস্য তারক পাল সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ‘অন্নপূর্ণার মন্দিরে গণদেবতার পুজো'র এদিনের শেষ অনুষ্ঠানটি ছিল কলেজ স্ট্রিটে। তরুণ তীর্থের গোপাল সাহা সহ সমস্ত ক্লাব সদস্য উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। প্রতিবছরই একটি ছোট নাটক এই অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়। সেখানে এই অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্যকে তুলে ধরা হয়। এবার অতিমারী বিপর্যয়ের কারণে নাটক মঞ্চস্থ করার সূচীটি তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়েছে। অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে মালঞ্চ সাহা, শীলা নন্দী, ঝর্না সাহা, রেবা রায়, রুমা চ্যাটার্জি, শরদিন্দু চ্যাটার্জি, সৌগত সেন, রামকৃষ্ণ বসাক, রজত বোস, এস এস চন্দ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জয়নগরে সচেতনতা শিবির

জয়নগরের সচেতনতা শিবিরে ভাষণ দিচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-রোটারি ক্লাব জোকার আমন্ত্রণে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ২ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার হাটপাড়া বিবেক সেবা নিকেতনে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকার বহু মানুষ এদিন বিবেক সেবা নিকেতনে উপস্থিত ছিলেন। মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়া রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শিবিরে প্রধান বক্তা ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, থ্যালাসেমিয়া রোগ নিরাময়ের কোনও ওষুধ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। একমাত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার প্রসার ঘটিয়ে এই মারণ রোগ রোধ করা সম্ভব। কারণ, থ্যালাসেমিয়া বাহকের সঙ্গে বাহকের সম্পর্কের কারণেই এই রোগ বংশ বিস্তার করে। সেকারণেই জন্মের এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত মাত্র একবার থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করিয়ে নেওয়াটা খুব জরুরি। বাহকের সঙ্গে বাহকের কোনও মতেই বিবাহ করা উচিত নয়, যদিও বাহককে নিয়ে কোনও বিপদ নেই, বাহক সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন সম্পাদক স্বয়ং। কুইজ শেষে সফল উত্তরদাতাদের সম্বর্ধনা জানানো হয় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশনের পক্ষ থেকে। এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা কর্মসূচীতে প্রায় ৫০ জনের রক্ত নেওয়া হয়। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন তার জন্মলগ্ন থেকেই থ্যালাসেমিয়া রোধে সচেতনতা শিবির এবং বাহক রক্ত পরীক্ষার কাজটা ধারাবাহিকভাবে করে আসছে।

সংক্রমণের বাড়াবাড়ি দায়ী আমরাই

প্রথম পাতার পর

আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কমবে, মৃত্যুহার একের নীচে নেমে যাবে।

এই অনুমান খুব একটা মিথ্যা হয়নি। কারণ জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে সংক্রমণের হার একদমই কমে গিয়েছিল। হাসপাতালে আক্রান্ত রোগী ভর্তির সংখ্যা প্রায় শূন্যে গিয়ে ঠেকেছিল। তাই মানুষজনও ভেবেছিলেন করোনা বুঝি চলে গেছে। লকডাউন উঠে যাওয়ার পর তাই মাস্ক পরা বা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলার নিয়ম মানেননি অনেকেই। তার ওপর ভোটের প্রচার, উৎসব- অনুষ্ঠানে জমায়েত তো ছিলই।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আসন্ন দেখেও সম্বিত ফেরেনি

গত বছর দিল্লি ও জাতীয় রাজধানী এলাকায় যে সার্ভে হয়েছিল, তাতে দেখা গিয়েছিল রাজধানীর প্রায় ৩৩ শতাংশ মানুষের শরীরে করোনার অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। যার অর্থ হল, বেশিরভাগ মানুষই অজান্তে সংক্রামিত হয়েছেন এবং সেরেও উঠেছেন। আরও একটা ব্যাপার দেখা গিয়েছিল তা হল, উপসর্গহীন রোগী বা অ্যাসিম্পটোমেটিক রোগীর সংখ্যা বেড়েছে দিল্লিতে। এটাই ছিল সঙ্কেত, সতর্ক হওয়ার। এই উপসর্গহীন বা রোগের লক্ষণহীন রোগীরা চুপিসাড়ে সংক্রমণ ছড়িয়েছে বহুজনের মধ্যে।

দেশে টিকাকরণ শুরু হওয়ার পরেও অনেকে নিশ্চিন্তে ছিলেন যে ভাইরাস বুঝি আর ছড়াবে না। তাই কোভিড বিধি মেনে চলা হয়নি অনেক জায়গাতেই। আসলে যতদিন না টিকার প্রভাব শরীরে কাজ করা শুরু করে ততদিন অবধি সুরক্ষা বলয় তৈরি হবে না।

তাছাড়া, কোভিড-১৯ সংক্রমণের প্রথম উপসর্গ হচ্ছে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া। সেখান থেকে জ্বর। আর জ্বরের সঙ্গেই সর্দি বা শুকনো কাশি। ক্রমাগত কাশি চলতেই থাকবে। এর সঙ্গেই সারা শরীর অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হবে। বিশেষত পেশির ব্যথায় কাবু হবে রোগী। বমিভাব, ঝিমুনি একই সঙ্গে দেখা দেবে। কিছুদিন পর থেকেই হজমের সমস্যা শুরু হবে। পেট খারাপও হতে পারে রোগীর। ঠোঁট ও জিভে নীলচে ছোপ পড়তে পারে। অনেকেরই মুখের স্বাদ ও নাকের গন্ধ নেওয়ার ক্ষমতা চলে যায়। সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

Available 1Kg, 5Kg, 10Kg, 15Kg
20Kg, 25Kg, 50Kg

Marketed by :
Karu International
A HOUSE OF EXPORT & IMPORT
13, Madanmohantala Street, Kolkata - 700 005
West Bengal, India
E-mail ; karuinternational2016@gmail.com

For Door to Door Delivery & Trade Enquiry
Office : 98307 52121, 98300 52800, 98301 52800
North Kolkata : 91630 76734
South Kolkata : 98365 85695

মৃত্যুতে ব্রাজিলের বিশ্বরেকর্ড

ব্রাজিলের রাস্তায় বিক্ষোভ

সাও পাওলো-বিশ্বে রেকর্ড করল ব্রাজিল। একদিনে ৪১৯৫ জনের মৃত্যু। সমগ্র ব্রাজিল জুড়ে তীব্র সমালোচনার মুখে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী ১ কোটি ৩১ লাখ বাসিন্দা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ব্রাজিলে। ৬ ফেব্রুয়ারিতে ৪১৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। গোটা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি দৈনিক মৃত্যু। বোলসোনারো সবসময়ই কোভিডকে হাল্কা চোখে দেখেছেন। লকডাউনের বিরোধিতা করেছেন। সমালোচনার মুখেও একরোখা ভাব বোলসোনারোর। তবে তিনি জানিয়েছেন, রুশ ভ্যাকসিন স্পুটনিক ডি কেনার ভাবনাচিন্তা চলছে।

প্রয়াত প্রিন্স ফিলিপ

লন্ডন-উইনসর প্রাসাদে ৯ এপ্রিল সকালে প্রয়াত হলেন প্রিন্স ফিলিপ। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। শতায়ু প্রিন্সের মৃত্যুর খবর পেয়ে সারাদিন বহু মানুষ ভিড় করেছে প্রাসাদের বাইরে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন, 'তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি।' ব্রিটেনে জাতীয় শোক পালন করা হচ্ছে। জাতীয় পতাকা অর্ধনিমিত ছিল।

ধৃত বিরোধী নেতা

ইয়াঙ্গন-মায়ানমারে সেনা বিরোধী নেতা ওয়াই মোয়ে নাইংকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে, তা কারও জানা নেই। সেনা অভ্যুত্থান পরবর্তী মায়ানমারে জুন্টা বিরোধীতার অন্যতম মুখ ছিলেন ২৫ বছরের এই মুসলিম যুবক।

বিতর্কিত মন্তব্য

লাহোর-মেয়েদের পোষাকই সমাজে ধর্ষনের ঘটনা বাড়ার প্রধান কারণ। এই দাবি করে তুমুল বিতর্কের মুখে পড়লেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এই মন্তব্যের প্রতিবাদে পাকিস্তানে ইতিমধ্যেই অনলাইন বিবৃতিতে সই করার জন্য ভিড় করছেন বহু মানুষ।

জর্ডনে গন্ডগোল

জর্ডন-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে সরকার। ঘটনাটি ঘটেছে জর্ডনে। প্রাক্তন যুবরাজ হামজা বিন হুসেন এই চক্রান্তের মাথা ছিলেন। দেশের উপমন্ত্রী আয়মান সাফাদি জানান এই চক্রান্তের পেছনে বিদেশি শক্তিরও হাত আছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে প্রশাসনের কর্তারা।

কৃষ্ণাঙ্গ হত্যা

ওয়াশিংটন-দেশে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের ওপর শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসারদের গুলি চালানোর ঘটনার সমালোচনা করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। গত বছর কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর পরে বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল আমেরিকা। সম্প্রতি মিনেসোটার ব্রুকলিন সেন্টারে ট্রাফিক সিগন্যালে বচসাকে কেন্দ্র করে ডন্টে ডিমেট্রিয়াস রাইট নামে ২০ বছরের কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে গুলি করে মারেন এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার। এই ঘটনাকেই ভয়াবহ বলেছেন বাইডেন।

সাগরপারের টুকিটাকি

এই ঘটনার পরই বিক্ষোভে উত্তাল ছিল আমেরিকার মিনেসোটা।

ডন্টে রাইটের হত্যা নিয়ে জনবিক্ষোভ

হাজির ব্লিঙ্কেন

কাবুল-কোনও রকম পূর্বাভাষ ছাড়াই ১৪ এপ্রিল আফগানিস্তানে পৌঁছলেন আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

দ্য ফার্স্ট এমব্রেস

প্রথম আলিখান সুরক্ষা-বস্ত্র পরে প্রায় পাঁচ মাস পরে ৮৫ বছরের ব্রাজিলীয় বৃদ্ধা রোজা লুজিয়া লুনার্দিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন নার্স অ্যাড্রিয়ানা সিলভা ডি কোস্টা সুর্জা। ছবিটি তুলেছেন ডেনমার্কের চিত্রগ্রাহক ম্যাডস নিসেন। সাও পাওলোতে তোলা এই ছবিটিকে বছরের সেরা ছবির সম্মান দিয়েছে 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো।' ছবিটির নাম 'দ্য ফার্স্ট এমব্রেস'।

চিনা টিকা

মস্কো-রাশিয়ার ভ্যাকসিনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে এক প্রস্থ বৈঠক করে ফেলেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এদিকে চিনা প্রতিযেধকও ইউরোপের বাজারে জমি তৈরির চেষ্টা করছে। চিনা টিকা প্রস্তুতকারী সংস্থা 'সিনোফার্ম' জানিয়েছে, বেজিং ইনস্টিটিউটের তৈরি টিকাকে 'গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাকটিস' সার্টিফিকেট দিয়েছে হাঙ্গেরি প্রশাসন। ইউরোপে এই প্রথম ছাড়পত্র পেল চিনা প্রতিযেধক।

রাফাল ঘুষ

নয়াদিল্লি-রাফাল যুদ্ধবিমান নির্মাতা ফরাসি সংস্থা দাসো ভারতে এক মিডলম্যানকে ৮ কোটি টাকা উপহার দিতে রাজি হয়েছিল। এর মধ্যে পাঁচ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে বলে ফরাসি সংবাদমাধ্যমের খবর।

বাংলাদেশে লঞ্চডুবি

নারায়নগঞ্জ-বাংলাদেশের নারায়ণ গঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীতে গত ৪ এপ্রিল ডুবে যায় একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ। উদ্ধার করা হয়েছে ২৯টি মৃতদেহ। নিখোঁজ আরও অনেক।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

প্রঃ স্ক্রাব টাইফাস সম্বন্ধে জানতে চাই। *জয়ন্ত সাহা, শিলিগুড়ি*

উঃ এটি একটি অসুখ যার সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম হল ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI। এর বাহক (VECTOR) হল TROMBI CULID MITE এর লার্জ (CHIGGERS)। এই CHIGGERS রা জঙ্গল এবং গ্রাম্য জায়গায় ইঁদুরজাতীয় প্রাণীদের দেহ থেকে খাবার সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। মানুষকে CHIGGERS কামড়ালে এই অসুখ হতে পারে। এই অসুখ প্রধানতঃ হয় জাপান, কোরিয়া, চীন, ভারত, উত্তর অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি জায়গায়।

CHIGGERS কামড়াবার 6 থেকে 21 দিন পরে (INCUBATION PERIOD) এই অসুখের উপসর্গগুলি দেখা দেয়। যেমন—জ্বর, কাঁপুনি, মাথাব্যথা এবং সারা শরীরের LYMPH NODES ফুলে যাওয়া। কামড়াবার জায়গায় ক্ষতচিহ্ন দেখা দেয়। শরীরে দাগ (RASHES) দেখা দেয়। কাশি হতে পারে। কখনও বা নিউমোনিয়া হয়।

সাংঘাতিক রোগ হলে হৃৎস্পন্দনের গতি বেড়ে যায়, রক্তচাপ কমে যায়, পেশীর খিঁচুনি প্রভৃতি হতে পারে। প্লীহা বৃদ্ধি পেতে পারে (SPLENOMEGALY) এবং INTERSTIT‡AL MYO CARDITIS হতে পারে। চিকিৎসা না হলে জ্বর, দু'সপ্তাহ তার বেশি থাকতে পারে। তারপর আসতে আসতে কমে যায়। চিকিৎসা করলে খুব তাড়াতাড়ি, সাধারণত, ৩৬ ঘন্টার মধ্যে, জ্বর কমে যায়।

রোগনির্ণয় (Diagnosis) : (১) উপসর্গ থেকে (২) RASH-এর বায়োপ্সি থেকে। FLUO ROSCENT ANTI BODY STAINING প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। (৩) ACUTE AND CONVALESCENT SEROLOGIC TESTING (৪) PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION)

চিকিৎসা (Treatment) : ডক্সিসাইক্লিন (DOXYCYCINE) দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এতে খুব ভালো কাজ হয়।

প্রতিরোধ (Prevention) : ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা এবং Insecticide Spray করার মাধ্যমে এই রোগ থেকে দূরে থাকা যায়।

প্রঃ জিঙ্ক আমাদের শরীরে কি কাজে লাগে? কি কি খাবার থেকে জিঙ্ক পাওয়া যায়?

রিনা চ্যাটার্জি, সল্টলেক

উঃ জিঙ্ক হল একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ (Mineral) যা আমাদের শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রয়োজন হয়। এটি আমাদের বিভিন্ন উৎসেচকের (Enzymes) কাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সুস্থ ইমিউন সিস্টেম, ঠিকঠাক ডি এন এ তৈরীর জন্য, শৈশবে, সঠিক বৃদ্ধির জন্য এবং ক্ষত সারাবার জন্য জিঙ্ক দরকার হয়। জিঙ্ক টি লিম্ফোসাইটকে (T Lympholytes) উদ্দীপ্ত করে, যা হল আমাদের ইমিউন সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জিঙ্কের অভাবে ইমিউন সিস্টেমের কাজ ব্যহত হয়।

সর্দিকাশি, ডায়ারিয়া প্রভৃতিতেও জিঙ্ক কার্যকরী বলে দেখা গেছে।

উৎস (Sources) : মাংস, বিনস, মাছ, দুগ্ধজাত দ্রব্য (Dairy Products), সামুদ্রিক খাবার, দানাশস্য, নাটস প্রভৃতি।

পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ১১ মিলিগ্রাম জিঙ্ক প্রয়োজন হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজন ৩ থেকে ৮ মিলিগ্রাম।

জিঙ্কের অভাবজনিত কারণে এইসব দেখা দেয়—খিদে কমে যাওয়া, রক্তাল্পতা, ক্ষত শুকোতে দেরি হওয়া, বুদ্ধি কমে যাওয়া, চুল পড়ে যাওয়া প্রভৃতি।

গর্ভাবস্থায় জিঙ্কের অভাব হলে সমস্যা হতে পারে।

আবার বেশীমাত্রায় জিঙ্কও শরীরের ক্ষতি করতে পারে। বেশীমাত্রায় জিঙ্ক থেকে এইসব হতে পারে—বমি, বমিভাব, খিদে কমে যাওয়া, পেট ব্যথা, মাথাব্যথা, ডায়ারিয়া প্রভৃতি।

প্রঃ এখন তো ভ্যাক্সিন নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে। এই 'ভ্যাক্সিন' ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করলে ভালো হয়।

অশোক সান্যাল, রাজার হাট

উঃ টিকা বা ভ্যাক্সিন (Vaccine) হল এমন জিনিস যা দেহে প্রবেশ করালে কোন সংক্রামক অসুখের (Infectious Disease) বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immunity) গড়ে ওঠে। এর মধ্যে সাধারণতঃ থাকে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর মত জিনিস এবং এটি তৈরি করা হয় দুর্বল বা মৃত জীবাণু, এর বিষাক্ত পদার্থ (Toxin) অথবা তার শরীরের প্রোটিন (Surface Protein) থেকে। এটা আমাদের শরীরের Immune System কে উদ্দীপ্ত করে, যা ঐ পদার্থকে বিপদ হিসাবে চিহ্নিত করে এবং ধ্বংস করে আর ভবিষ্যতেও ঐ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে তাকে চিহ্নিত করে ও ধ্বংস করে। ভ্যাক্সিন Phophylactic (জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য যা Thera peutic হতে পারে।

শরীরে ভ্যাক্সিন প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াকে বলে Vaccination। বিভিন্ন অসুখের বিরুদ্ধে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হয়। যেমন—পোলিও, টিটেনাস, টাইপয়েড, চিকেনপক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাক্সিন প্রভৃতি।

প্রথম ভ্যাক্সিন উদ্ভাবন করেছিলেন ব্রিটিশ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার। তাঁর প্রচেষ্টাতেই Small Pox -এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়া সম্ভবপর হয়। লুই পাস্তুর জলাতঙ্কের (Rabies) ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করেন।

ভ্যাক্সিনের কার্যক্ষমতা ঠিকঠাক রাখার জন্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। সঠিক তাপমাত্রায় ভ্যাক্সিন সাধারণতঃ দেওয়া হয় ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে, আর কখনও বা মুখে খাওয়ার (যেমন—Oral Polio Vaccine)।

ভ্যাক্সিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া (Side Effects)—ইঞ্জেকসনের জায়গায় ব্যথা, ফোলা বা লালভাব হতে পারে, অল্প জ্বর, ক্লান্তি, পা হাত পা ব্যথা, মাথাব্যথা প্রভৃতিও হতে পারে। এগুলি সাধারণত অল্প মাত্রায় হয় এবং তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যায়। গুরুতর সমস্যা খুব কমই দেখা দেয়। *(পুনর্মুদ্রণ)*

সম্পাদকীয়

সঙ্কটের বিহ্বলতা কাটাতে হবে

গোদের ওপর বিষফোঁড়া যেমন করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভারতের অবস্থা ঠিক তেমন। করোনার প্রথম পর্যায়ের আঘাতে ভারতীয় অর্থব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ধ্বস্ত হয়েছে। এখন নতুন করে কোনও আঘাত পুরোপুরি সামলে নেওয়ার অবস্থাতে নেই দেশের অর্থনীতি। দ্বিতীয় ঢেউকে পর্যুদস্ত করাটাই এখন দেশের কাছে প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। কিছুদিন আগে দেশের একটি ব্যবসায়ী সংগঠন আবেদন করেছে—কোভিডের দ্বিতীয় প্রবাহকে ঠেকাতে যেন সার্বিক লকডাউনের পথে না হাঁটে সরকার। ফের লকডাউন হলে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পূর্ণ ক্ষতি হবে। শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য নয়, আরেক দফা লকডাউন হলে দেশের বহু মানুষ ধনে-জনে নিঃশেষ হবেন। সরকারও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। এই কারণেই দ্বিতীয় টেউ রোধে এখনও পর্যন্ত লকডাউনের কোনও সরকারি পরিকল্পনার কথা শোনা যায় নি। এরপরে দেশবাসীর মন থেকে ভয় সম্পূর্ণ দূর হয়নি। গত বছরের অভিজ্ঞতা সকলেরই রয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি এই দশায় করা যথেষ্ট কঠিনও বটে।

সরকারের কাঁধে এখন অসীম দায়িত্ব। দেশের পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচনে ব্যাপক প্রচারপর্ব চলল। নির্বাচন প্রক্রিয়াতে প্রচুর মানুষ যোগদান করেছেন। এখন সে পর্ব মিটেছে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কোভিডের যাত্রা কিন্তু থেমে থাকে নি। অর্থব্যবস্থাকে সচল রাখতে হলে অফিস কাছারি, কলকারখানা খোলা রাখতে হবে। বাস ও ট্রেনে মানুষ যাতায়াত করবেন। দোকানপাটও খোলা রাখতে হবে। অনেকে আবার অতিমারিকে পাত্তা না দিয়ে কোনরকম সুরক্ষা ছাড়া ঘোরাফেরা করছেন তাঁদের কথা আলাদা, কিন্তু যারা এই রোগ হতে রক্ষা পেতে চান, তাদের উপায় কি? বিনোদন নয় বাদ গেল, স্কুল-কলেজও বন্ধ থাকুক, কিন্তু অর্থনীতিকে চালু রাখতে হলে মানুষকে তো কাজে যেতেই হবে। এবং সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন করেই চলতে হবে। এতেও কি বিপদকে ঠেকানো সম্ভব। অর্থনীতির চাকাও চলবে। শ্রমশক্তিকে নিরাপত্তা দিতে হবে—প্রশাসনের উপর এখন অসীম দায়িত্ব।

এই দফাতে ঠিক করতে হবে সঠিক পথ। যেপথে গেলে অর্থব্যবস্থাও বাঁচবে এবং অতিমারির প্রকোপও রোখা যাবে। গত দফার কড়াকড়িতে বাড়তি লাভের হিসেব সরকারের কাছে নেই। যত দ্রুত সম্ভব মানুষের জন্য প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা। কত সংখ্যক মানুষের টিকা দেওয়া হলে অতিমারির শৃঙ্খলকে ভাঙ্গা সম্ভব হবে, সেই সংখ্যায় দ্রুত পৌছবার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। সংক্রমণের অবস্থা বিচার করে স্থানীয়ভাবে লকডাউনের পন্থা উদ্‌ভাবন করাটা খুবই জরুরি। স্থানীয় প্রশাসনকে আরও তথ্যসমৃদ্ধ হতে হবে। অর্থব্যবস্থার সুফলের স্রোত কোন তারে বাঁধা রয়েছে, তা অনেকেরই অজানা। ক্রমাগত সন্ধান ও বিশ্লেষণে খুলে যেতে পারে বন্ধ অর্গল কিন্তু গতবারের পুনরাবৃত্তি নৈব নৈব চ।

সৃষ্টি ও স্রষ্টা

স্বামী বিবেকানন্দ

যদি এমন এক সময়ের কল্পনা করা যায়, যখন কিছুই ছিল না, তবে এই সকল ব্যক্ত শক্তি তখন ছিল কোথায়? কেহ বলিবেন যে এগুলি অব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্বরেই ছিল। তাহা হইলে বলিতে হয় ঈশ্বর-কখনও সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয়, কখনও সক্রিয় বা গতিশীল, অর্থাৎ তিনি বিকারশীল। বিকারশীল পদার্থমাত্রই মিশ্র পদার্থ এবং মিশ্র-পদার্থমাত্রই ধ্বংস-নামক পরিবর্তনের অধীন। তাহা হইলে ঈশ্বরেরও মৃত্যু হইবে, কিন্তু তাহা অসম্ভব। সুতরাং এমন সময় কখনও ছিল না, যখন সৃষ্টি ছিল না; কাজেই সৃষ্টি অনাদি। কোন উপমা দ্বারা বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়—সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুইটি অনাদি ও অনন্ত সমান্তরাল রেখা। ঈশ্বর শক্তিস্বরূপ—নিত্যসক্রিয় বিধাতা; তাঁহারই নির্দেশে বিশৃঙ্খল প্রলয়াবস্থা হইতে একটির পর একটির পর একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি হইতেছে, কিছুকাল চালিত হইতেছে, পুনরায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছি। হিন্দুবালক গুরুর সহিত প্রতিদিন আবৃত্তি করিয়া থাকে। 'সূর্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।' অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব-পূর্ব কল্পের সূর্য ও চন্দ্রের মতো এই সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার সত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করিবার চেষ্টা করি 'আমি' 'আমি' 'আমি', তাহা হইলে আমার মনে কি ভাবে উদয় হয়? এই দেহই আমি-এই ভাবই মনে আসে। তবে কি আমি জড়ের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নই?

কাজী নজরুল ইসলাম — আসবে ঝড়, নাচবে তুফান, টুটবে সকল বন্ধন,
কাঁপবে কুটীর সেদিন ত্রাসে, জাগবে বুকে ক্রন্দন

শঙ্খ ঘোষ — 'আপাতত শান্তিকল্যাণ' ''পেটের কাছে উঁচিয়ে আছ ছুরি
কাজেই এখন স্বাধীনমতো ঘুরি
এখন সবই শান্ত, সবই ভাল...''

ফিওদোর দস্তয়েভস্কি — শুধু বেঁচে থাকাই মানুষের জীবনের সার্থকতা নয়, সার্থকতা লুকিয়ে আছে বেঁচে থাকার অর্থপূর্ণ কারণ খুঁজে পাওয়ার মাঝে।

মাসতামামি

১ মে — আন্তর্জাতিক মে দিবস
শহীদ প্রফুল্ল চাকীর প্রয়াণ ১৯০৮
গায়ক মান্না দে-র জন্ম ১৯১৯
রামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭

২ মে — সোভিয়েত সৈন্যরা রাইখস্ট্যাগের ওপর লাল পতাকা ওড়াল ১৯৪৫
চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জন্ম ১৯২১
আমেরিকান সৈন্যরা হত্যা করল ওসামা বিন লাদেনকে ২০১১

৩ মে — ব্রিটিশ শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট ডাকলেন ১৯২৬

৪ মে — জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৪৯

৫ মে — কার্ল মার্কসের জন্ম ১৮১৮।
স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জন্ম ১৯১১

৬ মে — মোতিলাল নেহরুর জন্ম ১৮৬১
মহারাজা নন্দকুমার গ্রেপ্তার হন ১৭৭৫

৭ মে — কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর জন্ম ১৮১২
মার্শাল টিটোর জন্ম ১৮৯২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১
জার্মানদের আত্মসমর্পণ ১৯৪৫

৮ মে — ভারতের রেলকর্মীদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট পালন ১৯৭৪
অক্সিজেনের আবিস্কারের ল্যাভোসিয়রকে গিলেটিনে হত্যা ১৭৯৪

৯ মে — মুম্বাইতে ঘোড়ায় টানা ট্রামের উদ্বোন ১৮৭৪
গোপালকৃষ্ণ গোখলের জন্ম ১৮৬৬

১০ মে — ভারতে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, মেরুটে সিপাহী বিদ্রোহের শুরু ১৮৫৭
শিল্পী পঙ্কজ মল্লিকের জন্ম ১৯০৫
নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন ১৯৯৪
গুরুসদয় দত্তের জন্মদিন ১৮৮২

১১ মে — পোখরানে তিনটি পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করা হল ১৯৯৮

১২ মে — ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গলের জন্ম ১৮২০
শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্ম ১৮৬৩
শাহজাহান লালকেল্লার কাজ সমাপ্ত করলেন ১৬৩৮

১৩ মে — বিজ্ঞানী রোনাল্ড রসের জন্ম ১৮৫৭
কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রয়াণ ১৯৪৭

১৪ মে — এয়ার ইন্ডিয়ার প্রথম উড়ান নিউইয়র্কে পৌঁছল ১৯৬০
ওয়ারশ চুক্তির সমাপ্তি ১৯৫৫

১৫ মে — মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮১৭
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বন্ধ হল ১৮৭৪
পিয়েরে কুরীর জন্ম ১৮৫৯

১৬ মে — আন্তর্জাতিক টেলেক্স পরিষেবা চালু হল ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে ১৯৬০

১৭ মে — ঐতিহাসিক রাথানাথ সিকদারের প্রয়াণ ১৮৭০
গুটি বসন্তের টিকা আবিষ্কারক এডওয়ার্ড জেনারের জন্ম ১৭৪৯

১৮ মে — ব্রাট্যান্ড রাসেলের জন্ম ১৮৭২
পোখরানে প্রথম পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করল ভারত ১৯৭৪

১৯ মে — হো চি মিনের জন্ম ১৮৯০
নানা সাহেবের জন্ম ১৮২৪
মাতৃভাষার দাবিতে ১১ জন বিক্ষোভকারীকে অসমের কাছাড়ে পুলিশ গুলি করে হত্যা করল ১৯৬১

২০ মে — রাজ্যে বাংলা আকাদেমি প্রতিষ্ঠা হল ১৯৮৬
কালিকটে পৌঁছলেন ভাস্কো দা গামা ১৪৯৮

২১ মে — প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে হত্যা ১৯৯১
কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর জন্ম ১৮৩৫

২২ মে — রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭২
অগ্নি মিসাইল পরীক্ষা হল ১৯৮৯

২৩ মে — প্রথম ভারতীয় মহিলা পর্বতারোহী বাছেন্দ্রী পাল এভারেস্ট জয় করলেন ১৯৮৪
প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হল ১৮১৮
এশিয়াতে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্দোনেশিয়া গঠন হল ১৯১৪

২৪ মে — থার্মোমিটারের আবিষ্কারক ড্যানিয়েল গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইটের জন্ম ১৬৮৬

২৫ মে — কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১৮৯৯
ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজের জন্ম ১৯০৬
রাসবিহারী বোসের জন্ম ১৮৮৬
রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় আয়লার ঝড় ২০০৯

২৬ মে — মোঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ এবং ইরানের নাদির শাহের সঙ্গে চুক্তি মেনে নিল আফগানিস্তান ১৭৩৯
অ্যান্টি ব্যালেস্টিক মিসাইল চুক্তিতে স্বাক্ষর করল আমেরিকা ও রাশিয়া ১৯৭২

২৭ মে — জওহরলাল নেহরুর প্রয়াণ ১৯৬৪

২৮ মে — পরীক্ষামূলকভাবে অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণ করল পাকিস্তান ১৯৯৮
প্যারিস কমিউনের সমাপ্তি ১৮৭১

২৯ মে — হিলারি এবং তেনজিং-এর মাউন্ট এভারেস্টে পদার্পণ ১৯৫৩
তেনজিং নোরগের জন্ম ১৯১৪

৩০ মে — নাইটহুড উপাধি প্রত্যাখ্যান করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯

৩১ মে — সময় নির্ধারণের কাজ শুরু করল বিগ বেন ১৮৫৯
অলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ে উসেইন বোল্ট নতুন রেকর্ড গড়লেন ২০০৮
ডুবন্ত টাইটানিক জাহাজের শেষ বেঁচে থাকা যাত্রী মিলিভিনা ডিনের মৃত্যু হল সাউদাম্পটনে ২০০৯

পৃষ্ঠা-৪

বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিবেককে জাগ্রত রাখতে হবে

পারিজাত বোস

করোনা মোকাবিলায় গোটা বিশ্বেই যে রাজস্ব ঘাটতি হয়েছে তার কথা ভেবে দেশ সরকারি সাহায্য/ভর্তুকির মাত্রা বাড়াতে সাহস করেনি। আবার ঘাটতি বেশি বেড়ে গেলে মুডিজ-এর মত সংস্থা যদি ভারতের ঋণ পাওয়ার যোগ্যতার মার্কসিট থেকে কিছু নম্বর বাদ দিয়ে দেয়। কিন্তু যদি ধনীদের ওপর কর চাপিয়ে ঘাটতিকে মোকাবিলা করা যায়, তাহলে মুডিজ-এর বলার কী থাকতে পারে?

দেশে করোনার ঢেউ প্রবল বেগে আছড়ে পড়েছে। একদিকে ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে হবে, অন্যদিকে এই প্রবল ঝড়ের মধ্যেও অর্থনীতির হালটা শক্ত হাতে ধরাটাও জরুরি। সরকারি হিসেব অনুসারে দেশের জাতীয় উৎপাদন গত বছর ৭.৭ শতাংশ কমেছে। আই এম এফ-এর মতে বিশ্ব অর্থনীতির উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ৪.৪ শতাংশ। যদিও এসব সূচক দেখে পরিস্থিতির সামগ্রিক গুরুত্ব বোঝা সম্ভব নয়। গত বছর করোনার আঘাতটা সবরকম পেশা ও ব্যবসার ওপর সমানভাবে আঘাত হানেনি। এর ফলে দেশে এবং দেশের বাইরে একটা ব্যাপক বৈষম্য তৈরি হয়েছে। নিম্নবিত্ত এবং স্বল্প শিক্ষিত মানুষের রোজগারে আঘাত এসেছে বেশি, ফলে তাদের কষ্টও বেশি এবং তুলনায় তা দীর্ঘস্থায়ী। লকডাউন এবং বিধিনিষেধ হাল্কা হওয়ার পর এরা এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারেনি। কারণ সংক্রমণের ভয়ে মানুষের স্বভাবটা বদলে গেছে। অনেকে দরকার থাকলে হাওয়াই জাহাজে যাতায়াত করছেন না, বড় বড় হোটেলে থাকছেন না, সিনেমা থিয়েটার দেখছেন না, রেস্তোরাঁয় যাচ্ছেন না, বাজারে তো নয়ই, বরং অনলাইনে সব জিনিসপত্র কিনছেন। এই বৈষম্যটা শুধু গরীব আর ধনীদের মধ্যে অবস্থান করছে

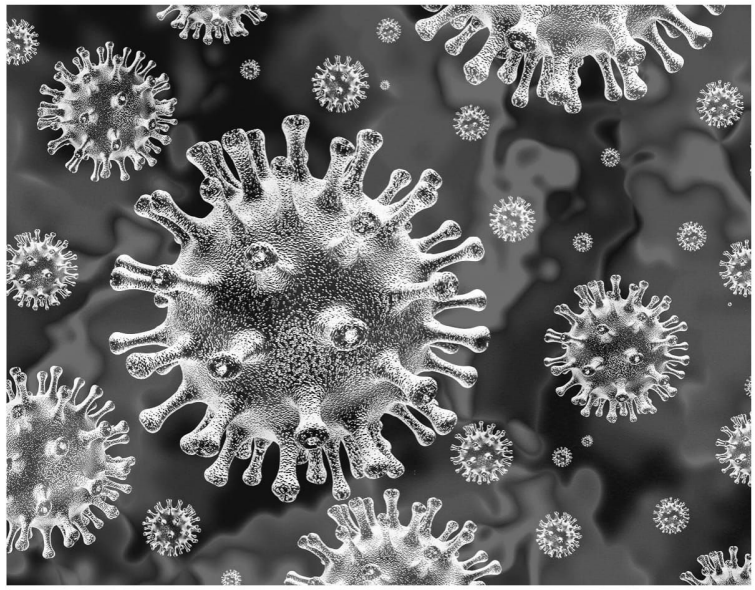

এমন নয়। অতিমারির শুরুর দিকে ধনীসমাজে মানুষের উপার্জন কমেছিল ৭০ শতাংশ, গরীবদের সমাজে মাত্র ৩০ শতাংশ। এর কারণ খুবই স্বাভাবিক। ধনী সমাজের মধ্যে যারা কাজ করেন, তাদের কাজ কমে গেছিল। আবার শেয়ার বাজারেও এই বৈষম্য ধরা পরেছে। দেখা যাচ্ছে গত বছরের প্রথম তিনমাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারে দেখা গেছে বিমান এবং হোটেল সংস্থাগুলোর শেয়ার দর ঝপ ঝপ করে নিচে নেমেছে। উল্টে আমাজনের বিক্রি বেড়েছে। শেয়ার বাজারের এই চড়াই উৎরাই বা জোয়ার ভাঁটা থেকে বোঝা যায় কিছু শিল্পে কর্মীদের চাকরির টানাটানি চলছে। আবার অনেকে বহাল তবিয়তে আছেন। লকডাউনে মুদি দোকানের বিক্রি বেড়েছে কিন্তু সেলুন ফাঁকা। শিক্ষক এবং আমলারা অনলাইনে কাজ করেছেন এবং মাইনেও পেয়েছেন। আবার থিয়েটার, নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীরা চুপচাপ বাড়িতে বসেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে দু'রকমের ব্যবস্থা নিলে পরিস্থিতিটা একটু ভাল হতে পারে। প্রথমত, উচ্চ আয়ের লোকদের ওপর করোনার সেস বসানো যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, ধনীদের বাদ দিয়ে বাদবাকিদের জন্য অল্প হলেও মাসিক ভাতার বন্দোবস্ত করা। কর চাপিয়ে এই সমস্যার সমাধান ঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। মানুষ কর দিলেই যেন সমস্ত ভুল শুধরে যাবে, এরকম একটা মনোভাব অনেকেরই আছে।

আমেরিকায় অনেক নাগরিক এই কোভিডকালে দু'দফায় প্রায় তিন হাজার ডলার অর্থ সাহায্য পেয়েছেন সরকারের কাছ থেকে। অথচ আমাদের দেশে মানুষের কাছে তেমন কোন সাহায্য পৌঁছয়নি সরকারের পক্ষ থেকে। জন ধন অ্যাকাউন্টে টাকা ঢাললে তা যে সমবন্টন হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। কারণ প্রত্যেক পরিবারপিছু কতগুলো অ্যাকাউন্ট আছে, তার কোন হিসেব নেই। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে বেশকিছু টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু শহরের শ্রমিকরা তো এই প্রকল্পের মধ্যে পরেন না। অবশ্য এই দেশে প্রায় অধিকাংশ মানুষের রেশন কার্ড আছে। খাদ্যের সঙ্গে কিছু নগদ টাকা তাদের দেওয়া যেত খুব সহজেই। আমাদের দেশে বৈষম্য প্রতিদিনই বাড়ছে। ধনী লোকেরা নিজেদের টাকার জোরে সব ঘাটতি পুষিয়ে নিচ্ছেন। তাদের মতে সমাজের সামগ্রিক উন্নতির হল কি না হল, তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। সমগ্র বিশ্বে করোনার প্রকোপ না কমলে পৃথিবীর অর্থনীতি ঘুরে দাড়াবার কোন রাস্তা নেই। অতএব যতরকম বৈষম্য আসুক না কেন আমাদের বিবেককে সদা জাগ্রত রাখতে হবে।

করোনার দ্বিতীয় আঘাতে দেশের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি অনেক

কিশোরকুমার বিশ্বাস

কোভিড-১৯-এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ঐতিহাসিকভাবে বেশি। সরকারি হিসাব ধরলেও ২০২০-২১ অর্থবর্ষে করোনার ঠিক পুবর্তী অর্থবর্ষের অর্থাৎ ২০১৯-২০-এর তুলনায় আর্থিক বৃদ্ধি ৮% কম হবে। অর্থাৎ ২০২০-২১ এ আমরা এগোতে তো পারলাম না ৮% কমে গেল ভারতের অর্থব্যবস্থার পরিমাণ। তবে এই ৮% নিয়ে গোলমাল অনেক। অর্থবর্ষ শেষ হয়েছে তাও মার্চের কিস্তি সেই বছরে জাতীয় উৎপাদন (GDP) কত তার হিসাব আসবে মে মাসের শেষে। এছাড়া জাতীয় আয়ের পরিমাণে গুরুত্ব পায় সংগঠিত ক্ষেত্রেই। কিন্তু অসংগঠিত ক্ষেত্র যেখানে দেশের ৯০% মানুষ জড়িত তাদের জাতীয় আয় পরিমাপে সরাসরি নেওয়া হয় না। তাই অসংগঠিত কেমন করছে তা অনেকটা অস্পষ্ট থাকে।

আমরা জানি, অতিমারিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেমন—আগে নোটবন্দি কিংবা GST চালু হওয়ার ফলে ঐ ক্ষেত্রই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সমগ্র কৃষিক্ষেত্র, মাছ চাষ, বনজ সম্পদ, এসব ধরেই কৃষিক্ষেত্র তাদের আবার যতটা ভাল বলা হয়েছে আসলে ততটা ভাল নয়। কারণ অতিমারির প্রথমদিকে কৃষি উৎপাদন ঠিক থাকলেও বিক্রি করার সুযোগ ছিল না। বহু ফসল নষ্ট হয়েছিল। ফসল উৎপাদন হলে তা বাজারে বিক্রি করার পর কৃষক অর্থ হাতে পেলেই তবে তা জাতীয় আয়ের হিসাবে আসতে পারে। তাই এই ৮% এর হিসাবে অনেক যদি কিন্তু থাকছেই।

দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব

সরকারি হিসাব অনুসারে ২০২১-২২ সালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ১১-১২% হওয়ার আশা। কিন্তু সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাই তাদের এই পূর্বাভাস কমাতে শুরু করছে। কারণ করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এ অনেক বেশি মানুষ করোনাতে আক্রান্ত হচ্ছে, মৃত্যুও হচ্ছে আগের তুলনায় অনেক বেশি। মহারাষ্ট্রের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। মহারাষ্ট্র, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্য তাদের রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় লকডাউন চালু করছে বিভিন্ন সময়ের জন্য। এই লকডাউনের পরিমাণ এবং স্থান আরও বাড়বে বলেই শঙ্কা যদিও কেন্দ্রীয় সরকার আগের মতো সম্পূর্ণ লকডাউন চাইছে না বলেই জানিয়েছে, কোভিড ভ্যাকসিন বাজারে এলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বিদেশ থেকে বিভিন্ন ভ্যাকসিন এনে এবং দেশে উৎপাদন বাড়িয়ে অবস্থা ঠিক রাখার চেষ্টা হচ্ছে।

এইদিকে আতঙ্কে দেশের বিভিন্ন শহর থেকে বহু শ্রমিক গ্রামে বাড়িতে ফিরে আসছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। দেশের বেকারত্বের হার আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। GMTE-এর রিপোর্ট অনুযায়ী গত ১১ই এপ্রিলের শেষে বেকারত্বের হার বেড়ে ৮.৬% হয়েছে। এর দু-সপ্তাহ আগেই বেকারত্বের হার ছিল ৬.৭%। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে বেকারত্বের হার শহরাঞ্চলে অনেক বেশি তীব্র। এছাড়া IHS Markit নামে একটি সংস্থা যা ম্যানুফ্যাক চারারদের উপর সার্ভে করে—তাদের ও একটি রিপোর্টের খবরে জানা যাচ্ছে সেপ্টেম্বরের পর গত ফেব্রুয়ারিতেই অর্থব্যবস্থার ভবিষ্যত সম্পর্কে নিরাশাব্যাঞ্জক ছবি এসেছে। এমনকী ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দৃষ্টিতেও দেশের কনজিউমার কনফিডেন্স বেকারত্ব বৃদ্ধির আশঙ্কার কারণে নিম্নমুখী।

সরকারের ভূমিকা

সরকারি মহল থেকে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-কে মোকাবিলা করার জন্য অনেক কিছুই করা হচ্ছে। তার মধ্যে স্বাস্থ্যদপ্তর এবং অর্থ দপ্তরের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে অর্থদপ্তরের বিষয়টিই প্রাসঙ্গিক। খবর পাওয়া যাচ্ছে দেশের আর্থিক অবস্থা যদি নিম্নমুখী হয় তবে তার মোকাবিলায় নতুন রাজস্বনীতি (fiscal policy) নেওয়া হবে। দেশের আর্থিক বৃদ্ধির বিষয়টি এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বৃদ্ধি না হলে অর্থ ব্যবস্থাটিকে রাখতে পারবে না। গত বছরে ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধারের কাজ সবচেয়ে জরুরী।

কিন্তু কথা হল যদি গত বছরের সঙ্গে রাজস্বনীতি কেবল উৎপাদন ব্যবস্থা বাড়াতে আর্থিক প্যাকেজই মূলত হয় তবে তা কতটা কার্যকরী হবে তা বোঝা শক্ত। কেবল উৎপাদন ব্যবস্থার ভাল হলেই হবে না দেশের সাধারণ মানুষের হাতে ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে। না হলে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি হয় না। তাই রাজস্বনীতিতে সাধারণ মানুষের যাদের কাজ গেছে বা কাজ আর নেই তাদের হাতে রোজগার দিতে হবে বা কাজ দিতে হবে। তবেই হয়ত অর্থব্যবস্থা কিছুটা ঘুরে দাড়াতে পারবে।

পঁচিশে বৈশাখের প্রাক্কালে কবিগুরুকে খোলা চিঠি

অনিবার্ণ কর

শ্রীচরণেষু গুরুদেব,

দেখতে দেখতে আবার একটা পঁচিশে বৈশাখ এসে গেল। অন্যান্য বছরের মতো এবারও নিশ্চয়ই তোমায় শ্রদ্ধা জানাতে ওই দিন স্কুল-কলেজে (এইবার অনলাইনে), ক্লাবে-ক্লাবে, বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে, এমনকি পাড়ায় পাড়ায় হবে অনুষ্ঠান, বাজবে 'হে নূতন, দেখা দিক আরবার, জন্মেরও প্রথম শুভক্ষণ'। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়।

আমরা হতভাগ্য। তোমার দর্শন পাইনি। অবশ্য তাতে কী। 'নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।' তবু মন বোঝে না, তাই তোমায় এই খোলা চিঠি।

শৈশবের কোনো এক পঁচিশে বৈশাখের সন্ধ্যায়, কোনখানে তা ঠিক মনে পড়ে না, প্রথম কানে এসেছিল 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'। পরে বুঝেছিলাম রুক্ষ জীবন-পথে এমন নির্ভীক আহ্বান ছিল তোমারই। নিজের অজান্তে হয়ত তোমার সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বুকের মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন নিয়ে, প্রথাগত শিক্ষিত সমাজের ছদ্মবেশী আচরণ ছেড়ে, নিজের ভাবনা আর আদর্শ আঁকড়ে এই কংক্রিটের জঙ্গলে চলেছি একা। সামনে অনেক বাধা, তবু 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ'। তবে জানি না এই পথের 'শেষ কোথায়, কী আছে শেষে, পথের'।

এই পথ চলতে চলতেই এক মেঘলা দিনে খুঁজে পেলাম তোমার 'কৃষ্ণকলি'কে। জানি না সেদিন 'কোন আলো লাগল চোখে'। মনে মনে সেই মেয়েকে বলেছিলাম 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা'। পরে দেখলাম 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী, তারে বুঝিতে পারিনি'। মনে হয় এখানেও তোমার কথাই ঠিক—'আঘাত সে যে পরশ তব, সে-ই তো পুরস্কার।' ভালবাসার

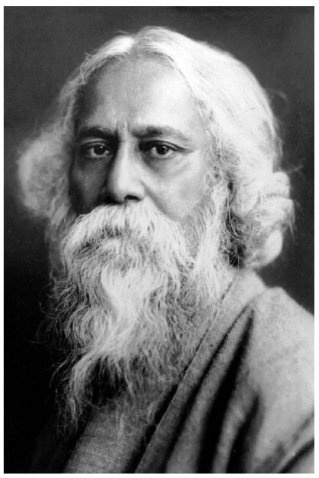

এমন মর্যাদা তুমি ছাড়া আর কে-ই বা দিতে পারে? জানি না তার 'মনে রবে কি না রবে আমারে'। তবু 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে'।

জীবনে ভালবাসার বিনিময়ে পেয়েছি শুধু আঘাত আর আঘাত। ভেঙে পড়েছি, আবার ঘুরেও দাঁড়িয়েছি যখন মনে হয়েছে—'এই করেছ ভালো নিঠুর হে, এই করেছ ভালো।' আমিও চাই 'এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো', যাতে একটু একটু করে পুড়তে পুড়তে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখি।

ক'দিন আগে আমি যখন 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে', তখন 'নিশীথে কী কয়ে গেল মনে'। মনে হয় সে বলে গেল 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো'। আগুনই তো জ্বালতে চাই গুরুদেব, কিন্তু পারছি কই? সকলের অলক্ষ্যে তুমি 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'।

'ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু' 'তোমার কাছে এ বর মাগি', 'মোরে আরো আরো আরো আরো দাও প্রাণ' তোমার মতো একজন বিশ্ববন্দিত কবির দেশে জন্মে সত্যিই 'সার্থক জনম আমার'।

একদিন 'জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে' চলে যেতে হবে। 'আমার দেশের মাটি'কে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নেব। তবু যে ক'দিন 'আমার সোনার বাংলা'য় আছি, যেন 'তোমার খোলা হাওয়া'য় প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারি।

মাঝে মধ্যে একটা কথা মাথায় ঘোরে—'যাবার বেলায় দেব কারে বুকের কাছে বাজল যে বীণ আসা-যাওয়ার পথের ধারে।'

আলোচনা তোলা থাক, আসুন লড়াইয়ের মানসিকতা তৈরি করি

শরদিন্দু চ্যাটার্জি

সবে সঙ্কটের শুরু। বেডের জন্য হাহাকার, অক্সিজেনের অভাব, প্রতিষেধক বাড়ন্ত। দায় আর দোষারোপের থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এখন কী করতে হবে? দেশে ও রাজ্যে কোভিডের দ্বিতীয় প্রবাহের ধাক্কা চলছে। পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। গত এক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এতটুকুও শিখিনি। যদি শিখতাম তাহলে এবারের কাজটা অনেকটাই সহজ হত। তবু বলতে হবে, প্রথমতঃ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পরিকাঠামোর উন্নতি করতে হবে। গত এক বছর ধরে তেমন কোন কাজ হয় নি। এখন রাতারাতি সব হয়ে যাবে না। লোহার খাট, বিছানা, স্যালাইন স্ট্যান্ড দিলেই কোভিড চিকিৎসার জন্য বেড বানানো হয় না। সঙ্গে অক্সিজেনের ব্যবস্থাটা করা খুবই দরকার। দেশের সরকার গত বছরে দশ হাজার টন অক্সিজেন রপ্তানি করেছে। কূটনৈতিক সম্পর্ক মসৃণ হয়েছে। অন্যদিকে এখন দেশের সর্বত্র অক্সিজেনের জন্য হাহাকার। এর অভাবে রোগিরা মারা যাচ্ছেন। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। শুধু সংখ্যায় কোভিড বেড বাড়িয়ে দিলেই হবে না। এই রাজ্যেও অক্সিজেনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই সঙ্কটে সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে হবে। হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্রে, সরকারি অফিসে ভাগ ভাগ করে ডিউটির ব্যবস্থা রাখতে হবে। তা না হলে বড় বিপদ।

দ্বিতীয়তঃ জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতেই হবে। ভোট শেষ। মাস্ক পরা নিয়ে কড়া বিধি চালু করতে হবে। এখন অনেকেই মাস্ক সঠিকভাবে পরছেন না। সাবধান করে দিতে গেলে তির্যক মন্তব্য করছেন। একটা 'ডোন্ট কেয়ার' মনোভাব তৈরি হয়েছে মানুষের মধ্যে। এই বিষয়টাকেও হিসেবের মধ্যে আনতে হবে। অনেকে বলছেন কোভিড নাকি বায়ুবাহিত। ফলে চলতে থাকা সুরক্ষা বিধি সম্পূর্ণটা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু ড্রপলেট তো ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। সেই ড্রপলেট থেকে ভাইরাস পার্টিকল বাতাসে মিশে যাবে। এটাই তো নিয়ম, বাতাসে তা থাকবেও অনেকক্ষণ। ফলে মাস্ক ছাড়া গতান্তর নেই। বন্ধ জায়গায় বা এসিতে ভিড় হলে বিপদ বাড়বে। ফলে আগের সব সুরক্ষা বিধি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

তৃতীয়তঃ এই পরিস্থিতিতে প্রতিষেধকের গুরুত্ব অপরিসীম। ফলে গণ টিকাকরণের ব্যবস্থা করতেই হবে। আবার টিকা নিয়েও অনেক সংশয়। টিকা নিয়ে কর্পোরেট, মুনাফা এসব অনেক কথা বাজারে ঘুরছে। তাতে টিকার গুরুত্ব এতটুকুও কমেনি। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আরও শক্তিশালী। এই দুর্বল পরিকাঠামোতে বেশি লোক সংক্রামিত হলে বলা বাহুল্য মৃত্যুর সংখ্যা বাড়বে।

কোভিড কোনও চমক নয়। এই তিন দফায় জোর দিলে সঙ্কট থেকে কিছুটা নিস্তার সম্ভব। বাকি বিষয়গুলো নিয়ে তখন সময় পাওয়া যাবে আলোচনার জন্য।

কবিতা

শুভ নববর্ষ

অনিবার্ণ কর

দেখতে দেখতে একটা বছর হয়ে গেল পার
করোনা ভাইরাস নিয়ে চলল ঘর-সংসার।
কত মানুষ হারালাম, হল কত অসুস্থ
আজ সব ভুলে আমরা প্রকৃতিস্থ।
আমাদের হুঁশ নেই, হবে না? এটাই জীবন?
করোনার গ্রাসে আবার যাবে এ ভুবন?
প্রতিষেধক তার হানায় হচ্ছে কুপোকাত
সবাই হও এককাট্টা, ভুলে সংঘাত।
ভোট যতই রাজনীতির খেলা, টাকার খেলা হোক
বাঁচলে মানুষ তবেই খেলা, না-হলে শোক।
অভাব-অনটনের এ বছরে ছিল না হর্ষ
নতুন বছর ভালো কাটুক, শুভ নববর্ষ।

আগমনী

অলক কুমার দত্ত

পেরিয়ে এল একশত কুড়িটি বছর
বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে, একশত একুশতম
আগমন বার্তার প্রতিধ্বনি
মূর্তিরূপী তুমি হবে গোলাপ জলে স্নিগ্ধ
ভূষিত হবে নতুন মালা চন্দনে।
আকাশে উড়বে বিজয় নিশান
কদম কদম শব্দে ছড়িয়ে পড়বে
ভারী বুটের আওয়াজ
দূর শ্রবণ যন্ত্রে ভেসে আসবে
আমরা আকাশ ছুঁতে চলেছি।
তোমাকে নিয়ে এতো কিছু
তুমি কি আছো কাছাকাছি
যদি থাকে, বন্ধ করো না আঁখি
নয়ন ভরে দেখ, আজাদিকা নয়া রূপ

মোমবাতি

মিনু প্রধান মণ্ডল

কুয়াশার ছায়া কুয়াশাকে জড়িয়ে নিচ্ছে
তৃষ্ণায়, তোমার বেডরুমে
খুশীর নিয়মে মোমবাতিটা জ্বলছে
জ্বলছে ওর বুকে একবিন্দু উষ্ণতায়
উষ্ণতার কান্না তলহীন
জ্বলে জ্বলে আড়ষ্ঠতা ভাঙে
শীতবেলায় লেগে থাকে
রঙীন মুগ্ধতা প্রকাশ্যে ঘনিষ্ঠতা
আঁকড়ে কাঁপে কয়েক যুগ
কাঙাল আবেগ ভস্ম করে
ঘুমচোখে দুজনের দেখা হয়।

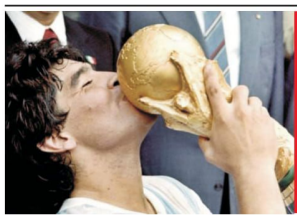

স্টেডিয়াম

অঙ্কুরেই বিনষ্ঠ হল ফুটবলে বিদ্রোহ

বিদ্রোহী লিগের প্রতিবাদে লন্ডনের রাস্তায় মিছিল

ইংল্যান্ড-কুঁড়িতেই ঝরে পড়ল বিদ্রোহী সুপারলিগ। একের পর এক ক্লাব তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এখন এই নতুন লিগের জন্ম হওয়াটাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম আঘাতটা আসে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলো থেকে। ছ'টি সেরা ক্লাবের এই নতুন লিগে যোগ দেওয়ার কথা ছিল, তাঁরা সকলেই বেঁকে বসে। প্রথম অবস্থায় নতুন ফুটবল লিগে অনেক কিছু পাওয়ার আশায় বড় বড় ক্লাবগুলো কোনদিক না দেখে হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। পরে অবস্থা বেগতিক দেখে সকলে সিদ্ধান্ত বদল করে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, চেলসি, লিভারপুল, আর্সেনাল এবং টটেনহ্যাম হটস্পার এরা সকলেই নাম প্রত্যাহার করে নেয়। প্রবল জনরোষের মধ্যে পড়ে এই ক্লাবগুলো তাদের সিদ্ধান্ত বদল করে। মাত্র এক ঘন্টারও কম সময়ে বিদ্রোহী লিগের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিদ্রোহী লিগের আয়োজকদের মধ্যে একজন জানান, প্রস্তাবিত লিগ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। মূলত সমর্থকদের দাবি, টাকার কাছে বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ক্লাবগুলোকে। অনেক সমর্থকরা ক্লাব অফিসের সামনে পুষ্পস্তবক দিয়ে শোক জানায়। এর সঙ্গে রয়েছে ফিফা এবং উয়েফার মত সংস্থার লাগাতার হুমকি চলতে থাকে। সুপারলিগে খেললে অন্য স্বীকৃত টুর্ণামেন্টে তাঁরা খেলতে পারবে না বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়।

তৈরি রোম

ইটালি-করোনার নতুন সংক্রমণের মধ্যেই ভালো খবর এল উয়েফার কাছে। ১৪ এপ্রিল ইটালি ফুটবল সংস্থা জানিয়ে দিয়েছে, আসন্ন ইউরো কাপের আয়োজক শহর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে রোম।

চলে গেলেন প্রণব

নিজস্ব প্রতিনিধি-হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৩ এপ্রিল রাতে মৃত্যু হল কলকাতা ফুটবলের প্রাক্তন তারকা প্রনব গঙ্গোপাধ্যায়ের। ষাটের দশকে মোহনবাগানের ফুটবলার ছিলেন তিনি। সত্তর দশকেও খেলেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫।

চলে গেলেন বলবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি-১৯৫৮ সালে এশিয়ান গেমসে রূপো জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য বলবীর সিংহ মারা গেলেন। বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। রেখে গেলেন স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রকে। ঘুমের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১১ এপ্রিল সকালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৩২ সালের ২মে জলন্ধরে তাঁর জন্ম।

প্রয়াত কে বিশ্বনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি-পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দের বাবা কে বিশ্বনাথ প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দেবদত্তে মুগ্ধ সকলে

চেন্নাই-রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের দেবদত্ত পাড়িকলের সেঞ্চুরি দেখে মুগ্ধ ভারতের প্রাক্তন এবং বর্তমান ক্রিকেট তারকারা। তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন, খুব তাড়াতাড়ি দেবদত্তকে ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে দেখলে, অবাক হওয়ার কিছু নেই। দেবদত্ত ৫২ বলে অপরাজিত ১০১ রান করেন। এগারোটা চার এবং ছ'টি ছক্কা দিয়ে সাজানো ছিল তাঁর সেঞ্চুরি।

শীর্ষে বাবর

লাহোর-আইসিসি ওয়ান ডে র‍্যাঙ্কিং তালিকায় ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহালিকে পেছনে ফেলে এক নম্বরে উঠে এলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটার বাবর আজম। ১৪ এপ্রিল আইসিসি যে র‍্যাঙ্কিং তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে ৮৬৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছেন বাবর। দু'নম্বরে রয়েছেন বিরাট। তাঁর পয়েন্ট ৮৫৭। তিন নম্বরে রয়েছেন রোহিত শর্মা (৮২৫)

নোভাকের হার

বেলগ্রেড-হেরে গেলেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা নোভাক জোকোভিচ। সেমিফাইনালে হারলেন আসলান কারাতসেভের কাছে। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেছেন ব্রিটেনের ভ্যান ইভান্সের কাছে। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে কারাতসেভ রয়েছেন ২৮ নম্বরে।

চানুর ব্রোঞ্জ

কাজাকাস্তান-এশীয় ভারত্তোলন প্রতিযোগিতায় বিশ্বরেকর্ড গড়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন ভারতের মীরাবাঈচানু। ১১৯ কেজি ওজন তোলেন তিনি। ভেঙ্গে দেন এই বিভাগে ১১৮ কেজি ওজন তোলার পুরনো রেকর্ড। একইসঙ্গে মীরাবাঈ জাতীয় রেকর্ড গড়েন ২০৫ কেজি ওজন তুলে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু তাঁকে টুইট করে অভিনন্দন জানান।

জার্সি নিয়ে তুলকালাম

বুয়েনস এয়ার্স-কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনার বিশ্বকাপ অভিষেক হয়েছিল ১৯৮২ সালে স্পেনে। প্রথম ম্যাচটি তিনি খেলেছিলেন বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ক্যাম্প ন্যুতে। প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনা ০-১ হেরে যায়। তবুও সেটা ফুটবলের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে, কারণ সেটা মারাদোনার অভিষেক ম্যাচ ছিল। আর সেই ম্যাচে তাঁর পরা নীল সাদা জার্সিটি অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। এবার মহাতারকার সেই জার্সিটি নিলামে উঠছে। জার্সিতে মারাদোনার সইও আছে। নিউজার্সির একটি নিলাম সংস্থা এটি বিক্রির ব্যবস্থা করছে। তাদের ধারণা প্রায় ১১২ কোটি থেকে ১৫০ কোটি টাকা দর উঠতে পারে এই জার্সির।

এশীয় কুস্তিতে সোনা

কাজাখাস্তান-ভারতীয় কুস্তিগীরদের দাপট দেখা গেল এবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে। শেষ পর্যন্ত বিনেশ ফোগত সোনা পেলেন। ভারতের

তারকা মহিলা কুস্তিগির ৫৩ কেজি বিভাগে দাপটের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন হলেন। পাশাপাশি সোনা জিতেছেন দিব্যা কাকরন এবং অংশু মালিক। রূপো পেয়েছেন সাক্ষী মালিক। অতীতে এশীয় প্রতিযোগিতায় সাতবার পদক পান বিনেশ। এবার চিন ও জাপান প্রতিযোগিতায় অনুপস্থিত থাকায় বিনেশের সোনা পাওয়াটা সহজ হয়ে গেছে। ১৬ এপ্রিল বিনেশ মঙ্গোলিয়ার ওটগনজারগাল গান বাতার এবং তাইপের মেং সুয়ান সিয়েকে হারান। গতবছর দিল্লিতে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় তিনি ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন। ১৯ বছরের অংশু ৫৭ কেজি বিভাগে মঙ্গোলিয়ার প্রতিযোগিকে হারান। দিব্যা ৭২ কেজি বিভাগে কাজাখস্তানের প্রতিযোগিকে হারান। সাক্ষী ৬৫ কেজি বিভাগের ফাইনালে অল্প ব্যবধানে হেরে যান মঙ্গোলিয়ার কাছে। ফলে তাঁকে রূপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

ক্লে কোর্টে এবার চমক রুবলেভের

নাদালকে হারিয়ে লজ্জায় জিভ বের করে দিয়েছেন রুবলেভ

মন্টেকার্লো-টেনিস কোর্টে চমক। মন্টেকার্লো মাস্টার্স টেনিস প্রতিযোগিতায় রাফায়েল নাদালকে হারিয়ে দিলেন আন্দ্রে রুবলেভ। এখানে এই প্রতিযোগিতা খেলা হয় ক্লে কোর্টে, যার দখল সবসময় থাকে সম্রাট নাদালের হাতে। নাদাল এখানে ১১ বারের চাম্পিয়ন। এই ক্লে কোর্টের গুরুকে ষষ্ঠ বাছাই রুশ খেলোয়াড় রুবলেভ হারিয়ে দিলেন ৬-২, ৪-৬, ৬-২ ফলে। দ্বিতীয় সেটে কোন ক্রমে পয়েন্ট বাঁচান নাদাল। এটা না হলে আরও খারাপভাবে তিনি হেরে যেতে পারতেন। তৃতীয় সেটের শুরুতেই সার্ভিস ভাঙ্গেন রুবলেভ। হারার পরে নাদাল বলেছেন, 'এত ভাল একজন খেলোয়াড়ের সামনে এরকম বাজে খেললে হারাই উচিত। দারুন খেলেছে ও। আগ্রাসী টেনিস খেলেছে।' রুবলেভ জানান, 'ক্লে কোর্টের সেরা খেলোয়াড় নাদাল। এই ফল খুবই কষ্টদায়ক।' এই প্রতিযোগিতায় শেষ চারের আগে সব তারকাই হেরে গেলেন। আগেই বিদায় নিয়েছেন নোভাক জোকোভিচ, নাদাল এবং ফগনিনি। আড়াই ঘন্টার লড়াইতে ক্লে কোর্টের সম্রাটের যাত্রা বিরতি ঘটালেন রুবলেভ।

নির্বাসিত স্ট্রিক

জিম্বাবোয়ে- জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং আই পি এল ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিশেষজ্ঞের কাজ করে যাওয়া হিথ স্ট্রিকের নাম জড়িয়ে গেল ক্রিকেটের গড়াপেটার মধ্যে। দুর্নীতির দায়ে ৮ বছরের জন্য নির্বাসিত হলেন হিথ স্ট্রিক। ২০১৮ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ হয়ে এসেছিলেন স্ট্রিক।

জয়ের পুরস্কার

জোহানেসবার্গ-ভারতীয় মহিলাদের দলের বিরুদ্ধে দুটি দ্বিপাক্ষিক সিরিজে জয়ের সুবাদে আর্থিক পুরস্কার পাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলা ক্রিকেটাররা। গত মাসে ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি সিরিজে যথাক্রমে ৪-১ ও ২-১ ফলে জিতেছিল দক্ষিন আফ্রিকা। এই সাফল্যের জন্য প্রায় ২৬ লাখ টাকা পুরস্কার পাবেন তাঁরা। দক্ষিন আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রী নাথি মথেটওয়া এই কথা ঘোষণা করেছেন।

সাত বছর পরে সোনা

গুয়ায়েতমালায় তিরন্দাজি বিশ্বকাপে রিকার্ভে দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল ভারতের মেয়েরা। ছবিতে তিরন্দাজি বিশ্বকাপে দলগত বিভাগে সোনা জেতার পর পদক নিয়ে কমলিকা, অঙ্কিতা এবং দীপিকা।

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ ঃ 8697144314/8777052022

করোনার দ্বিতীয় আঘাতের কিছু মুহূর্ত

জরুরি ভিত্তিতে এক্সপ্রেস মালগাড়িতে অক্সিজেন যাচ্ছে দিল্লি অভিমুখে

টিকা নেওয়ার জন্য বরিষ্ঠ নাগরিকদের অপেক্ষা শহরের একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

সরবরাহের জন্য শহরে একটি বিক্রয় কেন্দ্রে সিলিন্ডারজাত করা হচ্ছে অক্সিজেন

শহরের একটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোভিডের টিকা নেওয়ার জন্য মানুষের লম্বা লাইন

রাজধানীর একটি কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রে শববাহী গাড়ির জন্য অপেক্ষা

দিল্লির একটি শশ্মানের চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) শীলা নন্দী, ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) বিবিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) প্রদীপ পাত্র, ১৯) সৈকত মুখার্জি, ২০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ২১) সঞ্চয় সাহা, ২২) পার্থ দাস, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) সুমনা কর, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) নমিতা পাল, ৩৭) মধু শেঠ, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) পুলক শূর, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) ডা. পি. কর্মকার, ৪৪) রীণা ঘোষাল, ৪৫) দেব পাল, ৪৬) রীতেশ ঘোষ, ৪৭) অমিতাভ সিনহা, ৪৮) মৌমিতা ঘোষ, ৪৯) শুভময় কুণ্ডু, ৫০) রেশমি নায়েক, ৫১) স্বপন দে, ৫২) চিত্রা শীল, ৫৩) আবীর চ্যাটার্জি, ৫৪) মীনাক্ষী পাল, ৫৫) সুবীর অধিকারী, ৫৬) সৌগত ভট্টাচার্য্য, ৫৭) সব্যসাচী বোস, ৫৮) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৯) অভিজিৎ মাহাতো, ৬০) ইরা দত্ত, ৬১) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৬২) শেখ নাজিবুল রহমান, ৬৩) তৃষ্ণা বসু, ৬৪) গৌতম শীল, ৬৫) লক্ষীনারায়ণ বিশ্বাস, ৬৬) ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি, ৬৭) শ্যামল মুখার্জি, ৬৮) কমল মাইতি, ৬৯) চন্দন ঘোষ, ৭০) মোল্লা জামালউদ্দিন, ৭১) সুব্রত সাহা, ৭২) সুব্রত ঘোষ, ৭৩) সোনালি বিশ্বাস ৭৪) প্রিয়াঙ্কা দত্ত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.